ধরা যেথা অম্বরে মেশে

(নাটিকা)

কুমারী অলোকা রায়

মেদিনীপুর বুক কোম্পানী
১ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়, বি. এ.
১৫ নং মোহনলাল মিত্র লেন,
কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীফকির দাস চন্দ্র
মতি প্রেস লিমিটেড
১ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পরিচয়

জয়ন্ত	....	যুবক রাজা
আচার্য্য	....	আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা
মাধবমিত্রা	....	ঐ কন্যা
বাসবমিত্রা পুষ্পমিত্রা }	....	ছাত্রী
শান্তিকা	....	জয়ন্তর স্ত্রী
দেবমিত্র ও প্রিয়মিত্র	....	আশ্রমের ছাত্র

বৃদ্ধারাণী, আশ্রম বালিকা, ছাত্রগণ,

মধুগন্ধা ও সখীগণ।
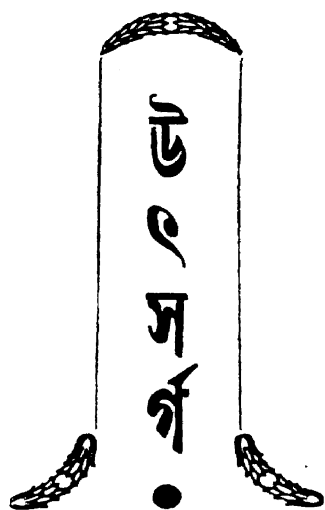
উৎসর্গ
"মা"কে
অলোকা
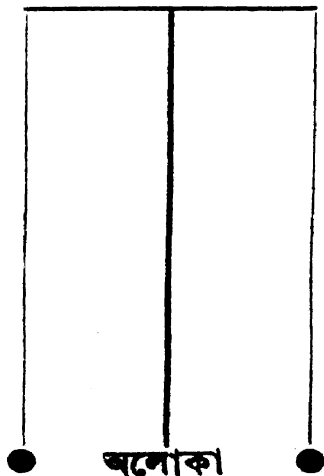
পরিচয়

"ধরা যেথা অম্বরে মেশে" ছোট্ট নাটিকাটীর নাম, লেখিকাও একটী ছোট্ট মানুষ, কুমারী অলোকা রায়। নাটিকাটী একটী ব্যর্থ প্রেমের করুণতম কাহিনী নিয়ে, পড়া শেষে মনটা যেন বিষাদে মগ্ন হয়ে যায়; কিন্তু তার সঙ্গেই মনে জেগে ওঠে, একটী বিস্ময়মিশ্র প্রশংসার ভাব। এত কম বয়সের মেয়ের পক্ষে রচনাটী খুব পাকা এবং সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। ভবিষ্যতে যদি লেখার সুযোগ থাকে, মেয়েটী একজন নামকরা সুলেখিকা হ'তে পার্ব্বেন, এ খুব জোর করেই ভরসা করতে পারা যায়। মাধবমিত্রা এবং শান্তিকা এই দুটী চিত্রই দুদিক থেকে সমান ভাবেই আমাদের মনে দাগ কেটে দেয়। অত্যন্ত করুণভাবেই যদিও এদের পরিসমাপ্তি হলো, তথাপি আমরা যেন, শান্তিকার ভবিষ্যৎ জীবনের মহান্ কর্ম্মপদ্ধতির এবং আচার্য্যের আরব্ধ কর্ম্মের সুব্যবস্থিত পরিবেশের মধ্যে আত্মসমর্পণের আভাষ তাঁর শেষ কয়টী কথার মধ্য হইতেই পাইয়া থাকি। অসংযত যে ধর্ম্ম নয়, সংযত চরিত্র নরনারী গঠন ব্যতীত দেশের উন্নতি যে অসম্ভব এই সত্য অলোকা রায় হৃদগত করিয়া তাঁহার একটী সুন্দর পরিকল্পনা আমাদের মধ্যে প্রচার প্রচেষ্টা করে আমাদের প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করেছেন।

ভগবানের কাছে অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করছি, অসুস্থ শরীর তাঁর সত্বর আরোগ্য হোক। আমরা আবার যেন তাঁর হাত থেকে উন্নত চরিত্র যুক্ত সুন্দর সুলিখিত রচনাবলী লাভ করে আনন্দিত হতে পারি।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে

প্রথম দৃশ্য

(আচার্য্য শঙ্করদেবের আশ্রম, শ্যামলজীর মন্দিরের সুউচ্চ চূড়া দেখা যাচ্ছে। আচার্য্য শঙ্করদেবের কন্যা মাধবমিত্রা সহকার তরুতলে মালা গাঁথছিল ও গান গাইছিল। ডালায় একরাশ ফুল—
মাধবমিত্রা গাইছে)

গীত

মাধবমিত্রা।

সজনী গো.................

কি হেরিনু যমুনার কূলে।

ব্রজকূল নন্দন হরিল আমার মন

ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে ॥

গোকুল নগরী মাঝে, আরও কত নারী আছে,

কারো কূলে না পড়ল বাধা।

নিরমল কূল খানি, যতনে রেখেছি আমি,

বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা ॥

চরণে চরণ দিয়ে, বামে হেলে দাঁড়ায়ে,
গলে দোলে মালতীর মালা।
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয় না মিলিতে পরিচয়
তোমারি পরাণ হরে কালা ॥

(গাইতে গাইতে মাধবমিত্রার মালা গাঁথা থেমে গেছে কখন, মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতি! দৃষ্টি হয়ে গেছে তার স্থির! ধীরে ধীরে জয়ন্ত এসে দাঁড়াল তার পাশে, খানিক চেয়ে রইল)

জয়ন্ত। মাধবী! মাধবমিত্রা!

মা। ও! জয়ন্ত, তুমি! কেন আমায় ডাকলে জয়ন্ত? কেন আমায় ডাকলে? স্বপ্ন থেকে কেন আমায় জাগালে!

জ। (ক্ষুব্ধভাবে) বসে বসে স্বপ্ন দেখা কি ভাল মাধবী?

মা। না, না, আমি তো তা' বলছি না। আমি বলছি, যে অপরূপ স্বপ্ন আমি দেখছিলেম, তা থেকে কারো জাগতে ইচ্ছা হয় না, তাই!

জ। কি স্বপ্ন দেখছিলে জানতে পারি কি?

মা। (উচ্ছ্বসিত হয়ে) ভারী সুন্দর সে স্বপ্ন জয়ন্ত! ভারী সুন্দর! দেখছিলেম, এই তপোবন হয়ে গেছে যমুনা, কূলে দাঁড়িয়ে শ্যামলজী! কি অপরূপ দেখতে তাকে! আমি যমুনায় এসেছি জল নিতে, শ্যামলজী আমায় হাতছানি

দিয়ে ডাকলেন—আয় মাধবমিত্রা ! আমরা মালা গাঁথি ! আমরা তুজনে মালা গাঁথছি এই সময় তুমি আমায় ডাকলে ! কেন ডাক্‌লে জয়ন্ত ?

জ। আমার অপরাধ হয়েছে মাধবী ! আর ডাক্‌ব না, আমি যাই……আর তুমি বিভোর থাক তোমার মনগড়া কল্পনাতে।

মা। আমার উপর রাগ করেছ জয়ন্ত ?

জ। রাগ ? না মাধবী ! তবে তুঃখ হয় তোমার অবস্থা দেখে ! কতকগুলো কল্পনাকে আশ্রয় করে কি রকম করে বিসর্জ্জন দিচ্ছ তোমার জীবনকে তার তুর্দ্দশায় !

মা। (অত্যন্ত বিস্ময়ে) তুঃখ ! বিসর্জ্জন ! তুর্দ্দশা ! কার তুর্দ্দশার কথা তুমি বলছ ?

জ। (করুণ হেসে) তুমি বুঝতে পারবে না পাষাণের সাথে থেকে পাষাণের সেবা করে তোমার মন কঠিন হয়ে গেছে। কঠিন মন এসব কোমল কথা তোমার ব্যর্থ জীবনের কথা কিছুই বুঝবে না। অবাক হয়ে চেয়ে আছ, কিছু বুঝতে পারলে ?

মা। অবাক হবার কথাই তুমি বলছ। পাষাণ তুমি কাকে বলছ শ্যামলজী ?....

জ। হাঁ, পাথর বলছি শ্যামলজীকে। শ্যামলজীর উৎসর্গা তুমি, আকৈশোর তাঁর সেবা করে মন তোমার পাষাণ হয়ে গেছে—তাই বলছি।

মা। আমি ভেবে পাচ্ছি না জয়ন্ত বাবার সঙ্গ, বাবার উপদেশ প্রমাণ পেয়েও কি করে তুমি বললে শ্যামলজী পাষাণ!

(বিদ্রূপের ক্ষীণ একটী হাসি মাধবমিত্রার ঠোঁটে খেলে গেল)

জ। (হাসিতে উত্তেজিত হয়ে) পাষাণ—নিশ্চয়ই পাষাণ! আচার্য্যের সকল উপদেশ আমার ধারণাকে ওল্টাতে পারবে না যে শ্যামলজী পাষাণ নয়। (একটু থেমে) তুমিই বল ঐ যে মালা গাঁথছ ও কার জন্যে?

মা। (অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করলে) এ মালা আমার শ্যামলজীর জয়ন্ত!

জ। শ্যামলজীকে এ মালা তুমি পরিয়ে দেবে গভীর প্রেমে, কিন্তু তার প্রতিদান—তোমার প্রেমের প্রতিদান কি তুমি তার কাছে পাবে?

মা। (ধীর স্বরে) আমি তো প্রতিদান চাই না।

জ। ঐখানেই তুমি ভুল করছ। সকল প্রাণীই আশা করে যাকে ভালবাসব সেও আমায় ভালবাসবে, কিন্তু তুমি যাকে বরণ করে নিয়েছ সে তো পুতুল, তার কাছ থেকে কেউ কখনও প্রতিদান আশা করতে পার না পূজা করে, তাই তোমাকে বলতে হোল প্রতিদান চাও না। এ কি ছেলে খেলা তোমার মাধবী! একটা পুতুলের জন্য তুমি কি-ই না করছ! তার জন্য মালা গাঁথছ? তার গলায় পরিয়ে দেবে?....তার পরিবর্ত্তে শ্যামলজী তোমায় কি দেবেন,

কিছুই না—কিন্তু এ মালা যদি আমার—আমার জন্যে রচনা করতে—

মা। জয়ন্ত !

(তীব্র ডাকে চমকে উঠল জয়ন্ত)

তুমি কি জানো না শ্যামলজী আমার স্বামী ? তাঁর পায়ে উৎসর্গা দাসী আমি, তাঁর সম্বন্ধে এসব কথা শোনাও পাপ !

জ। দাসী ! দাসীই তুমি মাধবমিত্রা শ্যামলজীর দাসী। দাসত্ব ছাড়া আরো তো অনেক কিছু আছে মাধবী ! দেবতাকে পূজা করা ভাল দেবতা বলে। তা বলে মানুষের পদে দেবতাকে দাঁড় করান এতে পূজা হয় না—তৃপ্তি আসে না—আসে শুধু অতৃপ্তি।

মা। আমার শ্যামলজী আমার দেবতা আমায় ক্ষমা কর !....

(মাধবমিত্রা যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করল)

জ। (মুখ কালো হয়ে উঠল) আমায় ক্ষমা কর মাধবী তোমায় অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি—মনে আঘাত করেছি।

মা। শ্যামলজীর কাছে ক্ষমা চাও—আমি কে ?

জ। (হাসলে অবজ্ঞার হাসি) শ্যামলজী ! যাক্ ! আমি যাই।

মা। যাবে কেন এখনও তো ছাত্রদের পাঠের সময় হয়নি।

জ। নাই হোল। আমি গেলে তো তোমার কোন কষ্ট হবে না।

মা। বারে বারে এ তুমি কি বলছ জয়ন্ত !

জ। তুমি বুঝতে পারছ আমার কথা? কি করে পারবে? তুমি তো কারুকে ভালবাসনি। পাষাণকেও না। তুমি যে পাষাণ!

মা। পাষাণ!

জ। হাঁ, পাষাণকেও হার মানিয়েছ। পাথরও ফেটে যায়, তোমার অন্তর ফাটে না, তাতে কোন রেখাও পড়ে না। কিন্তু আর নয় এবার বিদায়।

(ধীরে ধীরে জয়ন্ত চলে গেল। মাধবমিত্রা বৃক্ষের শাখা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ কাটে। ধীরে ধীরে আঁধার নেমে আসে। মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনিতেও চেতনা ফিরে পায়।)

মা। একি বলে গেল জয়ন্ত? ব্যর্থতা, পাষাণ! অতৃপ্তি! সে কি?

(তারপর আস্তে মালা পুষ্পপাত্র তুলে মন্দির পথে অগ্রসর হয়।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আচার্য্যের কুটীর। অত্যন্ত সাধারণ। পরে পরে আরো অনেক কুটীর দু পাশে সার বেঁধে গেছে। তার মাঝে ছাত্ররা থাকে। পিছনের দিকে কুটীরে ছাত্রীরা থাকে, তাদের মাঝে আচার্য্যের কুটীর সবচেয়ে সাধারণ। আচার্য্য কুটীর থেকে বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে জয়ন্ত।)

শঙ্করদেব। তোমার পরিচয় আমি পাই নি এখনও জয়ন্ত! তবু, তোমায় বিনা পরিচয়ে আশ্রমে স্থান দিয়েছি। প্রথম

দেখায় তোমায় বড় ভাল লাগল, মনে হোল আমার আদর্শকে তুমি প্রকাশ করতে পারবে—নাই বা দিলে পরিচয়! তোমার বুদ্ধিমত্তায় এমন চমৎকৃত হয়েছি বৎস পরিচয় এখনও পাব না?

জয়ন্ত। আমায় ক্ষমা করুন এখনও পরিচয় আমি দিতে পারব না।

শ। থাক্ তবে। জানো জয়ন্ত আমার মনে কত আশা আছে। তোমাদের আশ্রমের সব নিয়মাবলী কি তুমি জানো?

জ। না আচার্য্য!

শ। তবে শোন! আমাদের দেশে যদি স্ত্রী পুরুষে বন্ধুত্ব হয় তো শেষে সেটা প্রণয়ে দাঁড়ায়। কোন জায়গায় সুফল কোন জায়গায় কুফল দেখা যায়। কেন এমন হয়? যদি ছেলেবেলায় পরস্পরে এক সঙ্গে খেলা করে শিক্ষা করে তবে হয় তো ঐ প্রেম ভাবটা ফুটতে পারে না—ভাইবোনের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। ভাইকে কেউ বিয়ে করে না। তাই আশ্রমে মেয়েছেলের কোন তফাৎ নেই। তারা পরস্পরে বন্ধু মিত্র—তাই ত আশ্রমের প্রত্যেকটী ছেলেমেয়ের নামের পিছনে মিত্র মিত্রা সংযুক্ত করেছি। তারা যখন কথা বলবে সর্ব্বদা মনে রাখবে আমরা মিত্র আমি মিত্রা।

জ। আচ্ছা, যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী পরস্পরকে বন্ধু ভাবে না দেখে তাহলে?—

শ। তাদের মন স্থির করবার অবসর দি, তাতেও যদি না হয় তবে নির্ব্বাসন দি এ আশ্রম থেকে। যদিও ঈশ্বরের কৃপায় আজ পর্য্যন্ত এ দুর্ঘটনায় আমায় পড়তে হয় নি।

জ। এ নীতি কি বড় কঠোর নয় আচার্য্য ?

শ। নিশ্চয়ই কঠোর জয়ন্ত! শোন রোগকে বাড়তে দিতে নেই—তাকে সারাতে হয়। আমি চাই আমার আশ্রম থেকে কতকগুলি সুস্বাস্থ্যে ভরা দেহ যুবক তরুণী যাদের নিজের বলতে কিছু থাক্‌বে না, পরই আপন—একমনা দেশপ্রেমিক তরুণতরুণী এই সোণার ভারতবর্ষে প্রচার করবে জ্ঞান—প্রচার করবে শিক্ষা। ওরা নিজের ছোট ঘরে বন্দী থেকে রাজার অত্যাচার সহ্য করে কতকগুলো ক্ষীণজীবী সন্তানের পিতা হবে না, মাতা হবে না, হবে মানুষ! হবে ত্রাতা। তাই এ নীতি বৎস!

জ। আপনার আদর্শ অতি উচ্চ! আশীর্ব্বাদ করুন দেব যেন আপনার আদর্শ পুরুষ হতে পারি।

শ। আমি আশীর্ব্বাদ করবার কে? যা করবেন শ্যামলজী। আমি এবার যাই—ওদিকে ওরা আমার প্রতীক্ষা করছে।

(শঙ্করদেব চলে গেলেন)

জ। আমাকে বিদায় নিতে হবে। কি করে যাবো! আমার এখান থেকে যেতে ইচ্ছা করছে না। আমায় কে যেন ডাকছে....তার দু বাহু মেলে ধরে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে করুণ চোখ দুটীতে আরো করুণ মিনতি ভরিয়ে বলছে—না জয়ন্ত যেও না! কে সে? ও কি মাধবী? হাঁ, মাধবী যেন বলছে—না জয়ন্ত যেও না। কিন্তু আমাকে এবার ফিরতেই হবে।

(জয়ন্ত পায়চারী করতে লাগল।)

তৃতীয় দৃশ্য

(আচার্য্য শঙ্করদেব বসে ; তার সম্মুখে ছাত্রছাত্রীদল একাগ্রমনে
সব কথা শুনছে। জয়ন্তকে অন্যমনস্ক দেখা যাচ্ছে।
শরতের সুশুভ্র প্রভাত শিউলির গন্ধ, নীল
আকাশ মনের মাঝে বিহ্বলতা
জাগিয়ে তোলে)

শঙ্করদেব। আজকের মত এইখানেই তোমাদের পাঠ শেষ হোক।

(সকলের প্রণাম করে প্রস্থান।
শুধু জয়ন্ত বসে।)

শ। (স্নিগ্ধ প্রশান্ত হেসে) তোমার কি সংশয় মেটেনি জয়ন্ত ?

জয়ন্ত। আমি বিদায় নিতে এসেছি আচার্য্য।

শ। জানি জয়ন্ত! তার জন্যে অত কুণ্ঠিত হচ্ছো কেন? কুণ্ঠিত হবার তো কোন কারণ নেই। আমি ঈশ্বরের কাছে তাঁর আশীর্ব্বাণী প্রার্থনা করছি—বাইরের জগৎ তোমার নিকট সুন্দর হয়ে প্রতিভাত হোক্।

জ। (সঙ্কোচের সাথে বললে) আমার একটা সংশয়ের মীমাংসা হচ্ছে না—আপনার কি সময় হবে ?

শ। নিশ্চয়ই। কি তোমার সংশয় জয়ন্ত ?

জ। সন্তানের জ্ঞান হবার আগে, বোঝবার আগে পিতামাতার উচিত কি বিবাহ দিয়ে বা দেবতাকে উৎসর্গ করে মন বেঁধে দেওয়া ?

শ। (অন্যমনস্ক হয়ে) কোন কোন জায়গায় উচিত বই কি! এই আমার সম্বন্ধে বলছি—আমার পক্ষে মাধবমিত্রাকে উৎসর্গ

করা ছাড়া উপায় ছিল না। উপায় ছিল না বলছি তা নয় মন ছিল না।

জ। কেন ?

শ। শোন কারুকে বলিনি—মাধবমিত্রার মা আমাদের ফেলে আমারই এক রূপবান বন্ধুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। আমি এক বছরের শিশু মাধবমিত্রাকে বুকে করে এই আশ্রম খুলি—ছেলেমেয়েদের সৎশিক্ষা দেবার আশা করে, আর দুশ্চরিত্রা মায়ের মেয়ে যাতে চরিত্র না হারায়। তাই ওকে উৎসর্গ করেছি আমার ঠাকুরের চরণে। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে—স্নিগ্ধা সুশীলা অমন সরল মেয়ে আর পাওয়া যায় না।

জ। কিন্তু—কিন্তু মাধবমিত্রা যদি বড় হয়ে এখন মনে মনে কারুকে পছন্দ করে ?

শ। অসম্ভব ! আমার হাতে গড়া মাধবী কখনও মানুষকে পছন্দ করতে পারে না—করতে দেব না।

(দৃঢ়স্বরে শঙ্করদেব বললেন)

জ। (দৃঢ় স্বরে ভীত হয়ে পিছনে সরে গেল) কিন্তু আমি বলছিলাম। মাধবমিত্রার কথা নয় প্রভু !

শ। আমার ভুল হয়েছিল। আমার মনে হয় বোঝবার আগেই বিবাহ দেওয়া ভাল, তাতে দুজনের মিল হয় ভাল।

জ। (স্বগত) মিল হয় ভাল ? হয় না—তা হলে কেন রাজ্য ঘর ছেড়ে এই আশ্রমে বসে আছি !

(জয়ন্ত ক্ষণকাল চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ প্রণাম করে কোন কথা না বলে চলে গেল। ওর যাওয়ার পথে তাকিয়ে—)

শ। ওরা পাগল—ভাবে উচ্ছৃঙ্খলতাটাই শ্রেষ্ঠ বিলাস ! সংসারের সুখ দুটো লোককে নিজের হুকুমে চালনাটাকেই ওদের কাছে প্রিয় ! কিন্তু এটা ওরা বোঝে না নিয়তি সকলের পিছনে পিছনে ফিরে। নিয়তি ! কি অদৃশ্য শক্তি এই নিয়তির !

(কিছুক্ষণ চুপ, পরে)

মাধবমিত্রা।

(মাধবমিত্রা এলো)

মাধবমিত্রা। বাবা।

শ। আমি নদীতীরে যাচ্ছি—পূজার আয়োজন করে রেখো।

মা। সে তো কখন শেষ হয়ে গেছে। তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছ কেন বাবা ?

শ। দেখছি আমার আদরের ছোট পাখীটীর মুখখানা কেমন চল্‌চল্‌ করছে।

মা। ধ্যেৎ ! তুমিও এই কথা বলবে ?

শ। কেন আর কেউ বলে নাকি ?

মা। কেন জয়ন্ত ? কত কি বলে শ্যামলঙ্গী পাষাণ ! হাঁ বাবা পাষাণ ?

শ। জয়ন্ত, জয়ন্ত ! জয়ন্ত এই বালিকার কানে বিষ ঢালছে— জয়ন্ত !

মা। বললে না তো! বাবা চুপ করে রয়েছ কেন? শ্যামলজী পাষাণ হতেই পারে না।

শ। হুঁ। আমি স্নান করতে যাচ্ছি।

(শঙ্করদেব চলে গেলেন)

মা। বাবাকে যেন কি রকম গম্ভীর দেখলাম! বাবা তো গম্ভীর হন্ না! কেন? কি হলো? যাকগে আজ একটা গান মনে পড়ছে—গাই।

গীত

বন্ধু আমায় ডাক দিয়ে যায়
বন্ধু আমায় ডাকে
তমাল পিয়াল বকুল বনে
সুদূর মেঘের ফাঁকে
বন্ধু আমায় ডাকে॥
হাতছানি দে ডাকে আমায়
ডাকে আমায় সুর মায়ায়
দোল দিয়ে গো
ফুল ভরা শাখে
বন্ধু আমায় ডাকে॥
ডাকে আমায় নদীর কলতানে
স্বপ্নে বোনা চাঁদের আলো গানে
অরুণ আলো ধরায় মেখে
বন্ধু আমায় ডাকে
আমায় ডাকে॥

(গানের মাঝে জয়ন্ত এসে দাঁড়াল। গান শেষ হলে)

জ। মাধবী! আমি বিদায় নিতে এসেছি!

মা। বিদায়!

জ। এবার আমায় যেতে হবে মাধবী।

মা। তুমি কি আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছ?

জ। তোমার ওপর রাগ অসম্ভব! তোমার ওপর যে রাগ করে সে নিষ্ঠুর, সে পাষাণ!

মা। (বালিকাসুলভ হেসে) তবে চলে যাচ্ছ কেন?

জ। যেতে আমাকে হবে মাধবমিত্রা। আমি যে রাজা।

মা। (দৃপ্ত ভঙ্গীতে পিছনে সরে গেল) তুমি রাজা জয়ন্ত! তুমি ধনী দরিদ্রের রক্ত শোষণ করে বিলাসে ডুবে থাক! তুমি রাজা একথা আগে বলনি কেন জয়ন্ত?

জ। রাজারা কি শুধু দরিদ্রের রক্ত শোষণ করে—এ ধারণা কে তোমায় দিল মাধবী? আর আগে পরে বললেই বা কি?

মা। বললে এতটা ক্ষতি হতো না।

জ। ক্ষতি! তোমাদের কোন ক্ষতি তো আমি করিনি—আর রাজা হওয়া কি অপরাধ!

(গভীর বিস্ময়ে জয়ন্ত বললে)

মা। অপরাধ কি না জানি না, জানি যারা রাজা হয়, ধনী হয় তারা আমাদের পানে তাকায় না—আমাদের ঘৃণা করে—আমাদের বন্ধুত্ব পেলেও নেয় না তারা। তাই তুমি হয়তো এর পরে এ জয়ন্ত থাকবে না।

জ। ভুল করছ মাধবী—সকলে সমান নয়।

মা। কিন্তু আমার অন্তরের অন্তর থেকে ধ্বনিত হচ্ছে ছাত্র জয়ন্তর, আমাদের জয়ন্তর শেষ হলো আর রাজা জয়ন্তর সুরু হলো।

(চিন্তামগ্ন জয়ন্ত ; অদূরে মাধবমিত্রা দূরে ছবির মত কুটীরের পানে চেয়ে কি ভাবছে। জয়ন্ত ভাবছে)

জ। মাধবী কি ছলনা করছে ? আমি রাজা হলে ওর অত দুঃখ কেন ? রাজা হলে কি ক্ষতি ওর ?

(অনেকক্ষণ কেটে গেল নিঃশব্দে ; হঠাৎ মুখ তুলে)

জ। রাজা যদি হই তোমার আপত্তি কেন ?

মা। আপত্তি ? কই না। আমি বলছিলেম, তুমি পরিচয় যদি না গোপন করতে ভালো হোত।

জ। আশ্চর্য্য ! আমার পরিচয়, অপরিচয়ে কি লাভ তোমার ?

মা। (ইতস্ততঃ ভাবে) তোমাকে বন্ধুরূপে সঙ্গীরূপে পেতাম।

(জয়ন্ত এক মুহূর্ত্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।)

জ। মাধবী, তুমি আমায় বন্ধু মনে কর, সাথী করে কাছে পেতে চাও। ওঃ কি আনন্দ যে আমার হচ্ছে।

মা। (কিছু অবাক হয়ে) কেন তুমি কি তা জানো না ?

(ওর কথা জয়ন্ত শুনতে পেল না। উচ্ছ্বাস ভরে সে বলে চললো)

জ। তাই যদি হয় মাধবমিত্রা তাহলে আমি চাই না রাজা হতে, চাই না ধন সম্পদ ! চাই না সম্মান স্নেহ—শুধু তুমি যদি আমায় বন্ধু বলে মনে কর ! ওঃ একি তুমি আমায় দিলে

মাধবী—তা তুমি জানো না, বুঝতে পারবে না অজ্ঞাতে তুমি আমায় কি দিয়েছ ? তোমার জন্যে আমি সব ছাড়তে পারি, মার স্নেহ ভুলতে পারি, প্রজাদের জয়ধ্বনি আমাকে আনন্দিত করবে না, যদি তুমি আমায় তোমার পাশে নাও—যদি আমায়........

মা। (দুই বড় বড় চোখ মেলে ধরেছে জয়ন্তর মুখপানে, সুগভীর বিস্ময়ে) জয়ন্ত ! জয়ন্ত ! আমি তোমার কাছে এত বড় ?

জ। আমার সবচেয়ে প্রিয় ! (কাছে সরে এসে হাত দুটী তুলে ধরে) মাধবমিত্রা ! তুমি কি আমার প্রেমের প্রতিদান দেবে না ? তুমি বুঝতে পারছ না আমার কথা ? আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে না মাধবী ? ঘুম তোমার ভাঙ্গবে না ?

(মাধবমিত্রার ঘুম ভেঙ্গেছে, কপোল রাঙা হয়ে উঠেছে।
হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে উঠল।)

মা। একটা কথা জয়ন্ত তুমি কি আশ্রমে এসেছিলে এই কামনা করে ? তুমি কি জানো না প্রেম আমি দিয়েছি শ্যামলজীকে —আমার স্বামীকে ? যাও এ পবিত্র আশ্রমে থেকে আশ্রম কলঙ্কিত করো না। নগরবাসী রাজা তুমি, নগরেই মানাবে ভাল—আশ্রম তোমার জন্যে নয়।

(জয়ন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মুখে ব্যথার ছাপ।)

মা। (স্নিগ্ধ হেসে) আসি জয়ন্ত ! শ্যামলজীর পূজার সময় হয়েছে। এতক্ষণে বোধ হয় তাঁর স্নান হয়ে গেছে।

(আবার একটু হেসে মাধবমিত্রা চঞ্চল পায়ে চলে গেল।
অপর দিক দিয়ে বাসবমিত্রা আশ্রমের ছাত্রী প্রবেশ
করলে। মুখ তার ম্লান জিজ্ঞাসু দৃষ্টি জয়ন্তর
মুখে ন্যস্ত করে কি বলতে গেল ঠিক সেই
সময় মাধবমিত্রা আবার ফিরে এলো)

মা। একটা কথা—জয়ন্ত! যখন যাবে আমায় বলে যেও!

জ। যাবো বই কি মাধবী!

(মাধবমিত্রা চলে গেল)

বাসবমিত্রা। কোথা যাবে?

জ। বাড়ী ফিরতে হবে।

বা। বাড়ী ফিরতে হবে? কই আমাকে কাকেও বলনি তো এ কথা?

জ। না আচার্য্য জানেন। এখনও আর কারুকে বলিনি।

বা। মাধবমিত্রাকেও না?

জ। মাধবমিত্রা, হাঁ মাধবীকে বলেছি।

বা। জয়ন্ত! মাধবী কি তোমায় যাদু করেছে? তোমার সকল কথা মাধবমিত্রা জানে। কেন জয়ন্ত! মাধবমিত্রা তোমার কে?

জ। আমি যাই।

(অগ্রসর হোল)

বা। (করুণ সুরে) একটু দাঁড়াও জয়ন্ত কতকগুলো কথা আছে সঙ্গে। দয়া করে শুনে যাও।

জ। (বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল) কি বাসবমিত্রা?

বা। তুমি কি আমায় চিরদিনই ঐ নামে ডাকবে ?

জ। তবে কি বলব ?

বা। বলে দেবো ? কি বলে ডাকবে সে বলে দেব আমি তোমাকে ? সেই নামে আমায় ডাক্‌বে তুমি !......... মাধবমিত্রাও কি বলে দিয়েছিল, জয়ন্ত ! আমাকে মাধবী বলে ডেকো ?

জ। না সে বলে নি।

বা। তবে—তবে কেন তাকে মাধবমিত্রা বল না ?

জ। (আবিষ্টের মত বললে) কেন বলি না, বলতে পারি না বাসবমিত্রা ! কে যেন অন্তর থেকে বলায়, জানায়—মাধবী আমার একান্ত আপন জন ! মাধবী বলে ডাকতে আমার বড় ভাল লাগে। অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে অনবরত এই একটী নামেই তাকে ডাকতে ইচ্ছা করে। মাধবী ! মাধবী ! ভারী সুন্দর বড় মিষ্ট নাম মাধবী ! মাধবী ! মাধবী !

বা। উঃ......

জ। (চমকিত হয়ে) কি ? কি হলো বাসবমিত্রা ?

বা। উঃ ! জয়ন্ত !

জ। বাসবমিত্রা !

(নিকটে এসে হাত ধরতেই বাসবমিত্রা জয়ন্তর পায়ের তলায় বসে পড়ল)

বা। এই—এইখানে আমায় একটু স্থান দাও জয়ন্ত !

জ। (শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে পরে) তা আর হয় না বাসবমিত্রা।

(দুঃখিতভাবে জয়ন্ত চলে গেল—হতাশ চোখে
বাসবমিত্রা বসে)

চতুর্থ দৃশ্য

(জয়ন্তর বধূ শান্তিকা বাতায়ন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখ্‌ছে, উদ্যানে
যে অসংখ্য ফুলগুলি বাতাসের পরশ পেয়ে দোল খাচ্ছে
সেগুলি। মুখে চোখে বেশ একটা ক্লান্তির ভাব।
চোখে কান্না মুখে হাসি। খোলা চুলগুলি
ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে পিঠে
হাতে আশে পাশে।)

শান্তিকা। কি সুন্দর! কি চমৎকার দুলছে ঐ ফুলগুলি! ওরা কিন্তু বেশ আছে। নিজেকে দান করেছে বলে দুঃখ নেই বিন্দুমাত্র। ঐ ওদের মত যদি আমিও ত্যাগ করতে পারতেম্। পারতেম্ নিজেকে নিঃস্ব করতে। পরের জন্যে নিজের আশা আকাঙ্ক্ষার গলা টিপে দিতে পারতেম্, তা হলে বোধ হয় আমি খুবই সুখী হতেম। কিন্তু—তা পার্‌ছি কই আশা যে মরেও মরে না! না—

(এখানে থেমে গেল নিঃশব্দে ফুলগুলির পানে তাকিয়ে রইল।)

লোকে বলে আমি সুখী! কিন্তু সত্যিই আমি সুখী? আমার তো ক্লান্তি আসে এ অভিনয় করতে। তবুও এ

আমাকে এ অভিনয় করতে হবে, হয়তো জীবন ভোরই। শুনছি কুমার অন্যাসক্ত। সত্যই কি তাই। আমার রাজা! আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি আমার দিকে তাকাবে না একি সওয়া যায়?

(একটী গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করল শান্তিকা।)

ঐ কে আসছে। না, দুঃখ করা আমার মানায় না, এবার প্রস্তুত হয়ে নিই হাসির জন্যে।

(এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে কাকে উদ্দেশ করে ডাকল)

শা। আয়....আয়....তিতি আয়...

(মধুগন্ধা প্রবেশ করল)

মধুগন্ধা। কাকে আহ্বান করছ প্রিয় সখী?

শা। (রুষ্টভাবে) আঃ! একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোর? এমন চীৎকার করবার কি দরকার ছিল? অমন তিতিরটা উড়ে গেল।

ম। সত্যি বৌ-রাণী? খুব সুন্দর দেখ্‌তে আমার—টার চেয়ে ভাল?

শা। কি হয়েছে বল দেখি তোদের? আজ আর চুল টুল বাঁধব না! কি মনে করেছে এরা?

ম। বাস্তবিকই কি তাই? আমার যেন মনে হচ্ছে তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ সতী রাধাকে!

শা। (অপ্রতিভ হয়ে) ফিরিয়ে দেব না। আমি বাতায়ন দিয়ে দেখছি ওমা! তখন আমায় এসে চুল বাঁধতে ডাকল।

ম। তাদের অন্যায় হয়েছে। এখন ডেকে দি।

শা। আর বলে দে উদ্যানে আজ যেন খালিই যন্ত্র সঙ্গীতের ব্যবস্থা করে।

(মধুগন্ধা চলে গেল)

শা। (পায়চারি করতে করতে) অসহ্য হয়ে উঠেছে। গান বাজনা আর শিল্প নিয়ে মানুষ কতটুকু মনের ভার লাঘব করতে পারে। বই পড়ায় শাস্ত্র আলোচনায় বিরক্তি এসে গেছে। তবু যতক্ষণ গান বাজনা নিয়ে থাকি আমি অন্য মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু যখন শেষ হয় তখন মনে হয় বিরাট এক আঁধার গুহায় একলা পড়ে আছি—হাহাকারে ভরা সে আঁধার ! ওঃ।

পঞ্চম দৃশ্য

(কাল সন্ধ্যা ; ধীরে ধীরে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।
নদীতীরে জয়ন্ত আর মাধবমিত্রা)

জয়ন্ত (ডাকলে) মাধবমিত্রা !

মাধবমিত্রা। কি ?

জ। তুমি কি সুন্দর !

মা। তুমি যাও জয়ন্ত !

জ। কোথা যাবো ?

মা। জানি না। তবু বলি তুমি যাও। আমার সম্মুখ থেকে যাও ! যাও তুমি !

জ। (হাসলে) তুমি আমায় ভালবাসছ মাধবী প্রিয়া ?

মা। (করুণ ত্রস্তে) আঃ জয়ন্ত !

জ। কেন অস্বীকার করছ মাধবী—এ ত আনন্দের কথা !

মা। (ভীত স্বরে) আনন্দ একে বল তুমি ! আমার সর্ব্বদা মনে হচ্ছে কি একটা বিভীষিকা যেন আমায় ঘিরে আছে ; তোমার কাছে আসতে আমার ভয় করে জয়ন্ত !

জ। (মনে মনে বললে) আমার যাতে এত আনন্দ ওর তাতে অত দুঃখ ভয় কিসের জন্যে ? ওকে একটু অন্যমনস্ক করি। মাধবী দেখ পশ্চিমে চেয়ে। অস্তরবি তাঁর রক্ত উত্তরীয়খানি কেমন সুন্দর ছড়িয়ে দিয়েছেন আকাশ নদীর পারে। সুন্দর !

মা। সুন্দর !

জ। ওপরে আকাশ নদী তলায় অলক্তা। ওপরে লাল তলায় সাদা। দেখ দেখ মাধবী অলক্তার স্বচ্ছজলে অস্ত-রবির স্বর্ণচ্ছটা কি অপূর্ব্ব দেখাচ্ছে—যেন জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুটে রয়েছে অসংখ্য কণকচাঁপা !

মা। সুন্দর বড় সুন্দর দেখতে না জয়ন্ত ?

জ। আচ্ছা বল তো এতগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কোনটীকে দেখাচ্ছে ? পারবে না ?

মা। (ভেবে দেখে) না, বলতে পারলেম না—শ্যামলজীর মন্দিরের চূড়া ?…

জ। (সকৌতুকে হেসে) চূড়া আবার সুন্দর কোনখানে ? এখানে সৌন্দর্য্যের রাণী হচ্ছ তুমি !

মা। আবার জয়ন্ত ?

জ। ক্ষমা কর মাধবী !

মা। ক্ষমা ! কতবার করা যায় একই অপরাধে ? যায় না, ক্ষমা করা যায় না। আমার মনে একটা অমঙ্গলের আভাষ ভেসে উঠেছে, শ্যামলজী ! তোমায় আর ক্ষমা করবেন না বলে মনে হচ্ছে। জয়ন্ত আমি যে শ্যামলজীর দেবদাসী।

জ। যা শাস্তি দেবে তুমি নিজের হাতে দাও, আমি মাথা পেতে নেবো। নেবো না শ্যামলজীর পাষাণ হাতের শাস্তি ! নেবো না তোমার অবিবেচক পিতার হাতের শাস্তি !—

বাসবমিত্রা। কিন্তু, নিতেই যে হবে জয়ন্ত।

(বলতে বলতে বাসবমিত্রা সেখানে এলো। ভীষণ কুটিল হাসিতে তার মুখ ভরে উঠেছিল।)

বা। জানো জয়ন্ত মাধবমিত্রা ! আচার্য্য আজ কি আদেশ দিয়েছেন তোমাদের—অবিলম্বে ত্যাগ করতে হবে জয়ন্তকে তপোবন। যে অপবিত্র ভাব প্রবেশ করেছে এই পবিত্র আশ্রমে সেই অপবিত্রতা দূর করবার একমাত্র উপায় চির-বিচ্ছেদ দুজনের।

জ। এসব কি বলছ বাসবমিত্রা ? রহস্য করে কি লাভ ? তিনি কেমন করে জানলেন—?

বা। রহস্য করা আমার স্বভাব নয়। আর জান্‌লেন কেমন করে ? তিনি আমাদের চেয়ে বয়সে ঢের বড়। ঐ আসছেন আচার্য্য।

আচার্য্য। (প্রবেশ করে) যাও বাসবী।

(বাসবমিত্রা আস্তে চলে গেল অনিচ্ছায়)

শোন জয়ন্ত, মাধবমিত্রা অপরাধ যা করেছ তার শাস্তি নেই। আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করেছ তোমরা। তোমরা দুজন ছিলে আমার আদর্শ ছাত্রছাত্রী—শুধু আমার কেন সারা আশ্রমের ছাত্রছাত্রীর কাছে তোমরা ছিলে আদর্শ। তোমরাই যদি নিয়ম ভঙ্গ করো তবে তারা কেন করবে না? আমি আমার আশ্রমকে সাধারণের পর্য্যায়ে ফেলতে চাই না, তুমি ফিরে যাও তোমার রাজ্যে, যেখানে সহস্র সহস্র প্রজা উন্মুখ হয়ে আছে তোমার জন্যে সেখানে।

(মাধবমিত্রার দিকে ফিরে)

আর মাধবমিত্রা, তোমার অন্যায়ের শাস্তি তোমার স্বামীই দেবেন। আমি তাঁর আদেশে তোমায় একবার সুযোগ দিচ্ছি তোমার চিত্ত-বিকৃতি শান্ত করতে। আশা করি এ সাধনায় তুমি জয়যুক্ত হবে। যদি না পার তা হোলে তার শাস্তি নির্ব্বাসন। তোমরা জানো আশ্রমের সব নিয়ম। এ আশ্রমে থাকবে বন্ধুত্ব, মায়ের স্নেহ থাকবে। থাকবে না শুধু নরনারীর দেহী প্রেম। কামনা করা প্রেম অনিষ্ট করে মনের। সবল অন্তরকে দুর্ব্বল করে ফেলে। অবসাদ এনে দেয়, তাই তোমাদের আমি শাসন করতে বাধ্য হলাম।

বিদায় জয়ন্ত! কর্ম্মের মাঝেই শান্তি। সত্যের পথ বেয়ে চললে কষ্ট পেতে হয় না সংসারে। বিদায়!

জ। আপনার আদেশ আমি অঞ্জলি ভরে নিলেম।

শঙ্করদেব। জানি, অঞ্জলি ভরে যেমন শাস্তি নেবে পরক্ষণেই অঞ্জলিকে ছুঁড়ে দেবে অন্যায়ের পায়ে। তোমরা যে উচ্ছৃঙ্খল কিন্তু আর নয় আজ আমাকে ইমন সুর শেখাতে হবে। তোমরা ভাল হবার চেষ্টা কর।

(আচার্য্য চলে গেলেন)

জ। তবে বিদায় মাধবী! কিন্তু তুমি এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে না? আমার সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ জেগেছে এ সত্যি মাধবী! শ্যামলীর প্রেমের গতি ফিরেছে।

মা। সরে গেল। না।

(জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল)

মা। তুমি কি মনে কর তোমাকে ভালবাসি ; এ যদি বুঝে থাক তা হলে তুমি ভয়ানক ভুলের মাঝে ঘুরছো, মনে রেখো! সম্মান, আমার সম্মান, আমার যশ আজ লুপ্ত হোল কার জন্য? সে কার জন্য জয়ন্ত সে তোমারি জন্যে! যাও তুমি—যা—ও আর আমি তোমায় সহ্য করতে পারছি না। আর জেনে যাও আমার স্বামীই আমার শুদ্ধ ভালবাসা পাবার অধিকারী আর কেউ নয়।

(মাধবমিত্রা বারেক জয়ন্তর বিষণ্ণ মুখপানে চেয়ে চলে গেল)

জ। সত্যই আমার জন্যে ওর সব লোপ পেল। তার জন্য দায়ী আমি। আমার যদি এখানে থাকবার অনুমতি থাকত

নিশ্চই ওর কলঙ্ক দূর করতাম। মনে করতাম কথায় ধরা না দিক মনে নিশ্চয়ই দাগ পড়েছে—ও আমায় চায় না— কেন, কেন চাও না মাধবী—সত্যিই আমায় ত্যাগ করলে!

(জয়ন্তর কপোল বেয়ে জল ঝরল)

ছলনাময়ী নারী! মনে জানতাম আমায় ভালবাস তুমি! আজ দেখি মিথ্যা, ছলনা!

(একটু চুপ করে থেকে)

কি নেই আমার! মা আছেন স্নেহময়ী—সুন্দরী স্ত্রী আছে— সব আছে। এসব আমার আপনার। কিসের অভাব আমার? যাবো—আমি যাবো—বিদায় মাধবী প্রিয়া আমার!

(অবসন্ন ভাবে একটী বৃক্ষতলে বসে পড়ল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(উদ্যানের মাঝে শান্তিকা মধুগন্ধা সতী সীতা শান্তা।
পরে বৃদ্ধা রাণী।)

গীত

শান্তিকা।

প্রিয় আজিকে রাতে
সেই নিশীথের কথাটী কেবল
পড়ে মনে

সেদিনও এমনি আলো
ফুল গন্ধ ঢেলেছিল ভালো
তুমি বসেছিলে পাশে
কয়েছিলে কথা
কানে, কানে।
সেদিন বয়েছিল গানে
সুখেরই উজান
আজিকে তাহাতে শুধু
ব্যথারই তান।
সেদিনও ডেকেছিল পাপিয়া
চাঁদ হেসেছিল জাগিয়া
সেদিনের স্মৃতি
সবই আছে প্রিয়
নাই শুধু তুমি পাশে।

(গান শেষ হলে বৃদ্ধারাণী প্রবেশ করলেন)

বৃদ্ধারাণী। ওরে তোরা এমনি গান বাজনা নিয়েই থাকবি, দেখবি না কিছু ?

শা। কেন কি হয়েছে ?

বৃ। জয়ন্ত না এলে যে প্রজারা আর কাকেও সিংহাসনে বসাবে এক মাসের মধ্যে।

শা। শুনেছি। কিন্তু আমরা কি করতে পারি ?

বৃ। সেই উপায় তো করতে হবে। আমার স্বামীর সিংহাসন সন্তান থাকতে অপরে ভোগ করবে। ওরে এ কখনও সহ্য করা যায় ?

শা। অদৃষ্ট মা !

বৃ। রেখে দাও মা ও সব অদৃষ্টের কথা। অদৃষ্ট বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে কি চলে ? আমার বাছা আমার সোনার জয় সেই যে গেল মৃগয়ায় আর এলো না। কোথা গেল সে ?—জয়ন্ত !—

জয়ন্ত। মা ! আমি ফিরে এসেছি।

(রুক্ষ শ্রান্ত ধূলিমলিন বেশে জয়ন্ত এসে বল্লে)

বৃ। (জয়ন্তকে বুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন) জয়ন্ত বাবা আমার !

(সে বন্ধনের মাঝে জয়ন্ত হাঁপিয়ে উঠলেও তৃপ্ত হল। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বললে)

জ। মা মাগো ! বড় শান্তি ! তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি, নিজেও কম কষ্ট পাইনি মা !

বৃ। (অশ্রু কাঁপা স্বরে) জয়ন্ত সোনা ! কি কষ্ট তোর বাবা আমায় বল্ !

জ। আঃ ! মা !

সপ্তম দৃশ্য

(শান্তিকার কক্ষে বাতায়নের সমুখে দাঁড়িয়ে শান্তিকা আর ওর লাঞ্জনম্র সুখোচ্ছ্বাসভরা মুখখানি জয়ন্ত বাম হাতে তুলে ধরে সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখছে, যেন তার প্রতিরেখা। ডানহাতটী শান্তিকার কাঁধে; ঘরে জ্বলছে না আলো, মুক্ত জান্‌লা দিয়ে এসে লুটিয়ে পড়ে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, শান্তিকার মুখেও। দ্বারে, গবাক্ষে, পালঙ্কে দুলছে ফুলের মালা। শান্তিকার গলায় কবরীতে মালা। ঘরে মৃদুগন্ধ, দেখতে দেখতে জয়ন্তর মুখ হতাশ ভাব ধারণ করলো। শান্তিকার কাছ থেকে সরে এলো।)

জয়ন্ত। (হতাশ ভাবে) না নেই। তোমার মুখে সে ভাব নেই। সে কি সুন্দর মুখ। সারা মুখ করুণায় ভরা! কোন আশা নেই, তার দুঃখ নেই, আছে শুধু আনন্দ! তোমায় নিয়ে আমি কি করব। আমি যা চাই তা তোমার নেই শান্তিকা! আমায় ক্ষমা কর, আমি প্রতারণা করতে পারব না। আমায় ভালোবেসো না শান্তিকা!

শান্তিকা। (লজ্জা আর তার নেই) সে কি খুব সুন্দর?

জ। সুন্দর! তার সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই। সে যে কি আমি তোমায় বলতে পারব না। কোন কবিও পারে না লিখতে।

(শান্তিকা নতমুখে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত চলে যেতে ফিরে এসে বলে তারপর চলে যায়।)

জ। শোন তুমি আমার কাছে আর এসো না। তোমায় সহ্য করতে পারি না। আমার কি হলো?

(মোহমুগ্ধার মত দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পরে স্বপ্ন ভেঙ্গে ম্লান হাসলে)

শা। তোমার আদেশ পালন করতে চেষ্টা করব প্রাণপণে প্রিয়-তম! তুমি মনে করো না তোমার মন না পেলে আমি ভেঙ্গে পড়ব? ওগো না আমার প্রিয় তা নয় আমি পূজা করতেই জানি, পূজা নিতে জানি না, চাই না। আমাকে ক্ষমা কর আজকের এ দুর্ব্বলতা আমার, ক্ষমা কর!

(শান্তিকা পালঙ্কে ফুলের মাঝে বসে পড়ল)

তোমার সে অপরূপ সুন্দরী তাকে আমি দেখবো। দেখবো।

(আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে)

লোকে বলে আমি সুন্দরী। কিন্তু যে রূপ আমার প্রিয় প্রশংসা করলে—না সে কি রূপ—সে তো মৃত কঙ্কাল—ছাই রূপ। রূপ নিয়ে আমি কি করবো! স্বামী তোমার ভালবাসা আমি না পেলেও কই তুমি তো সুখী নও! এই আমার বড় দুঃখ। কত মহৎ তুমি! যে তোমার ভাল-বাসা পেয়েছে সে যে কত বড় ভাগ্যবতী! প্রিয়তম সে কি তোমার প্রেম চায় না? মূর্খ সে। আমি বলবো —তাকে বুঝিয়ে বলবো—ওরে অভাগী অত বড় প্রেমের সম্মান দিতে জানিস না!—

(একটু চুপ)

কিন্তু আমার এ বিফল রজনী সখীরা যখন জানবে ব্যর্থ হয়েছে প্রেমের পরীক্ষায়—ওঃ সে কি অপমান! কিন্তু

মিথ্যার আড়ালে কতদিন আর ঢেকে রাখব আমি—যাক্ নিজের বিষয়ে অত ভাবতে পারি না।

(ফুলগুলি তুলে নিয়ে শান্তিকা ছিঁড়তে লাগলো একের পর এক। তার চোখের কোণে জল জমে উঠেছে।)

(অন্তরালে অস্থির জয়ন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিল উদ্যানে)

জ। ওগো সৃষ্টিকার প্রেমের সঙ্গে এত জ্বালা এত কাঁটা দিলে কেন? প্রতিদান যদি নাই পাবে প্রেমিক তবে প্রেমের সৃষ্টি হল কেন? কেন? উঃ! আমি জয়ন্ত নৃশংস শিকারী রক্তলোলুপ জয়ন্ত প্রেমের ছোঁয়ায় পাগল হয়ে উঠেছি। একি অবিচার তোমার! নাই বা তার সন্ধান পেতুম। আমার কোন অশান্তি আসত না—নিজেকে নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারতেম। এ রাজ্য—এ রাজ্যভার আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি রাজ্য চাই না—শুধু সে বলুক জয়ন্ত আমি তোমায় ভালবাসি। সেই আমার সব শ্রেষ্ঠ সুখ।

ওগো নিষ্ঠুর! আমাদের নিয়ে কি খেলা তোমার!... কারুকে করো কোমল—কারুকে করো কঠোর, কারুকে দাও প্রেম, কারুকে দাও অপ্রেম। কেন?

(অস্থির উন্মাদনায় জয়ন্ত ফিরছে)

কিন্তু তুমিও কি করে নিষ্ঠুর হলে মাধবী! যখন চলে এলেম একবার তাকালে না, এতই কি হীন আমি? না ভুলে গেছি এতে যে পাষাণের প্রতি তোমার শ্রদ্ধার অপমান হতো। শ্যামলজী এত বড় হলো? আমি কি

জানি না—আমি কি অন্ধ—আমি কি দেখিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে কি তৃপ্তি তোমার? তবু বল ভাসবাস না।

যাকে আমরা চাই তাকে পাই না। যাকে চাই না সেই আমাদের চায়। বাসবমিত্রা হাঁ বাসবমিত্রা আমাকে ভালবাসে—অতিরিক্ত ভাবে ভালবাসে। শান্তিকাও আমাকে চায়। ওকে আমি সহ্য করতে পারি না—কোন দোষ নেই ওর—অপূর্ব্ব মেয়ে শান্তিকা—আশ্চর্য্য ওর মনের গতি। আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলেম না ওকে। মাধবীর পাশে শান্তিকা! কত তফাৎ—মাধবী যেন ভোরের মিষ্টি রৌদ্র, আর শান্তিকা সন্ধ্যার ধূসর আলো রহস্যময়ী ওর অন্তরের তল নেই।—কিন্তু মাধবী! শান্তিকাকে আমি চাই না, চাই মাধবীকে। আমি যাবো দেখবো সে সংযম করতে পেরেছে কিনা চিত্ত। যাবো এখনই।

(জয়ন্ত দ্রুত চলে গেলে পরে শান্তিকা এলো সেখানে)

শান্তিকা। চলে গেল! যাক্ আমিও যাবো। প্রিয়তম তুমি জয়ী হও! সুখী হও!

অষ্টম দৃশ্য

(মাধবমিত্রা সরোবরের সর্ব্বনিম্ন সোপানের জলে পা ডুবিয়ে বই পড়ছে; হঠাৎ বই বন্ধ করে—)

মাধবমিত্রা। জয়ন্ত চলে গেছে কতদিন! অনেকদিন হলো। অনেকদিন না তো! এই তো মোটে পাঁচদিন গেছে ও। মনে হচ্ছে যেন কতদিনই গেছে—এক বছর দু'বছর হবে!

(বইটা দেখতে দেখতে)

ওকে কিন্তু বেশ লাগে। ভারী সরল বড় ভাল। মোটে দেবতা মানে না, নাস্তিক এই বড় দোষ ওর। আচ্ছা, রাজার ছেলে হয়ে এখানে ছিল কেন? কোন সুখে থাকতো? এলো তো গেল কেন? কে জানে আমায় এসব ভাবতে নেই। এসেছিল ভালো লাগলো না অপমান হলো চলে গেল। অত খোঁজে আমার কি?

জয়ন্ত!···জয়ন্ত নামটা বেশ মিষ্টি! কোনটা মিষ্টি মাধবী জয়ন্ত! জয়ন্ত মাধবী! জয়ন্তটাই শুনতে খুব ভাল।

(হাতের বইয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়তে)

ওমা আমি পাতঞ্জল পড়তে এসে একটুও পড়িনি? না! জয়ন্ত চলে গিয়ে মন এত চঞ্চল হয়েছে! আঃ! এসব তো আমায় ভাবতে নেই। জয়ন্তর কথা মনে করা যে আমার অপরাধ। না, না, না, আর ভাবব না।

(বই পড়তে লাগল)

জয়ন্ত যেন আনন্দের ফোয়ারা ছিল। গান শুন্‌তে বড় ভালবাসতো। আমার স্বামীকে নিয়ে বড় বিদ্রূপ করতো —আমার ভাল লাগতো না। চলে গিয়ে এত বিশ্রী লাগছে।

(বই ছুঁড়ে ফেলে দিল)

কাঁদতে ইচ্ছে করছে; কাঁদতে পারছি কই আমি? কাঁদলে পরে হাল্কা হয়ে যাব বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি যে কাঁদতে জানি না। সকলে কি করে কাঁদে? দেখলাম বাসবমিত্রা কাঁদছে—মাটীতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে! ডাকতে

গিয়ে ফিরে এলাম, এসে এখানে বসলেম। আচ্ছা বাসবমিত্রার মত কাঁদ্‌তে পারি না? দেখি—(হেসে ফেলে) না বাবা ওসব কান্না টান্না আমার দ্বারা হবে না। গানই আমার কাছে সবচেয়ে ভালো। হাঁ তাই—ঐ গান গাওয়া যাক—

গীত

মাধবমিত্রা।

ওগো প্রিয়তম তোমারি প্রেমের যে বারতা
শুনায়েছো মোর কাণে নিশিদিন
সে আজি ব্যথায় ফিরে ফিরে যায় কোনখানে
কোন দূর নীলিমায় হয়েছে লীন।
আমি তারে খুঁজে ফিরি হায়
পাইনে তবু কোথা সে লুকায়—
কোন অজানায় কিসে বেদনায়
কেঁদে ফেরে ও তব বীণ!
পূজার মালাখানি দিলে আনি
ধূপের মত বিলায়ে এলে গেলে গন্ধ দানি।
আমি তারে চিনি নাই পূজি নাই
তাই হতাশায় তারি তরে গান গাই,
দিনের শেষে শ্রান্ত রবি তেমনই
নিভায় আলো প্রতিদিন।

(উত্তেজিত ভাবে বাসবমিত্রা পিছনে এসে দাঁড়াল। গান থাম্‌লে)

বাসবমিত্রা। শোন মাধবমিত্রা!

মা। কি ভাই!

বা। এ তোমার অন্যায় কত বড়!

মা। কি অন্যায়?

বা। কেন জানো না? বুঝতে পারছ না?

মা। না ভাই, সত্যি আমি বুঝতে পারছি না।

বা। ছলনা! অন্যায় বোঝাবার মত শিক্ষা তোমার আছে। শ্যামলজীর পায়ে উৎসর্গা তুমি;—সেই তুমি ভাবছ দিনরাত জয়ন্তকে। তার উদ্দেশ্যে ব্যর্থ প্রেমের গানের পূজা পাঠাচ্ছ—দেবতার প্রাপ্য প্রেম মানুষকে অর্পণ করেছ! এ তোমার অন্যায় অপরাধ হচ্ছে না?

(মাধবমিত্রা স্তব্ধ)

বা। হৃদয়ের দিকে চেয়ে দেখ মাধবমিত্রা সে আসার আগে সেখানে কি ছিল—পরে কি হয়েছে। শুদ্ধ সরল পবিত্র তোমার চিত্তে পড়েছে মলিনতার ছায়া—দেবতাকে ঢেকে রেখেছে জয়ন্তর কালো ছবি! নয়?

মা। (ব্যাকুলভাবে) তাই—তাই কি বাসবী জয়ন্তকে আমি—

বা। ভালবেসেছ।

মা। তার আগে কেন আমার মৃত্যু হলো না! উঃ! বাসবী কি করলে এ অপরাধের শেষ হবে?

বা। শেষ হবে—এর শেষ নেই। শেষ মৃত্যুতে।

মা। মৃত্যুতে? মৃত্যু সে কবে? মাগো সে এখনও কত দেরী? প্রায়শ্চিত্তও নেই কি?

বা। প্রায়শ্চিত্ত তো আচার্য্য বলে দিয়েছেন—নির্ব্বাসন!

মা। নির্ব্বাসন!

বা। হাঁ তাই, যাও মাধবী প্রায়শ্চিত্ত কর। আমি যাই মন্দিরে—আরতির ঘণ্টা বাজছে বোধ হয়।

মা। আমি যাই—

বা। ভুলে যাচ্ছ কেন মাধবমিত্রা মন্দিরে তোমার প্রবেশের অধিকার নেই—তুমি যে দ্বিচারিণী!

মা। উঃ!

(মাধবমিত্রা লুটিয়ে পড়ল ভূমিতে, বারেক ধূলিলুণ্ঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে দ্বিধাভরে বাসবমিত্রা চলে গেল।
অন্ধকার গাঢ়তর হলো। মন্দিরের শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি বেজে বেজে নীরব হয়ে গেল। সরোবরের জল কালো রূপ পেলো তবুও ওর চমক ভাঙলো না।
অনেক পরে উঠে—)

মা। কেন এমন হোল? দ্বিচারিণী ওঃ! আমার মৃত্যু হলো না কেন? কেন হলো না! নির্ব্বাসন, আমি তাই যাব —নির্ব্বাসন বরণ করে নেব। বিদায় আমার জন্মভূমি! আবাল্যের সাথী, বিদায় শ্যামলজী! আমি যাই—যাই—

(দ্রুতবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।)

নবম দৃশ্য

(কয়েকদিন পরে শান্তিকা আশ্রমে কয়েকটী আশ্রম বালিকার সঙ্গে কথা বলছিল)

শান্তিকা। আমি অনেকদিন থেকে এখানে আসবো মনে করেছিলাম, ততখানি সৌভাগ্য আমার তখন হয়নি, এতদিন অপেক্ষা করে আজ আশ্রমে এসে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। ভারী আনন্দ পেয়েছি। এরকম সুন্দর শান্ত স্থান আমি আর কখনও দেখিনি। তোমাদের এই কুটীরে থাকতে আমার ইচ্ছা করছে। ইচ্ছা করছে তোমাদের সঙ্গে মিলে যাই।

পুষ্পমিত্রা। সে কি রাণীমা! অমন চিন্তা কল্পনায় স্থান দেবেন না।

শা। (ম্লান হাস্‌লে) চল, তোমাদের সব ভাল করে দেখি—

(পুষ্পমিত্রার সাথে ঘুরে ঘুরে শিল্পকার্য্য দেখতে ও তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল)

শা। (দূরে একটী কুটীর দেখে) আচ্ছা, ঐ কুটীরে কে থাকেন? দেয়ালে সুশ্রী রুচির আলপনা এঁকেছে তার অঙ্কনে ওর সারা অঙ্গে যেন অপূর্ব্ব শ্রী ছিল, এখন অযত্নে শ্রী ম্লান হয়ে গেছে। ও মেয়েটীর নাম কি পুষ্পমিত্রা!

(সকলে মুখ অবনত করল)

শা। পেয়েছি তাকে। এরা নীরব কেন? যেন ওরা লজ্জিত ব্যথিত কেন? আর আমার স্বামী সেই বা কোথায়? কারও মুখে তো নাম শুনলাম না।

পু। কি ভাবছেন ?

শা। ভাবছি না। কই তোমরা বললে না শিল্পীটীর নাম ?

পু। আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রধানা সখী মাধবমিত্রা।

শা। ভূতপূর্ব্বা ? এখন কি আর তিনি প্রধানা নন্ ?

পু। না। তিনি নির্ব্বাসনে।

শা। নির্ব্বাসনে কেন ? কি এমন দোষ করেছিলেন তিনি যাতে তাঁকে নির্ব্বাসনদণ্ড দেওয়া হল হঠাৎ—তোমরা বোধ হয় আমার কৌতূহলে বিরক্ত হচ্ছ। কিন্তু আমার যে বড্ড জানতে ইচ্ছা করছে।

পু। নিয়ম ভঙ্গ করে আশ্রমের কোন যুবককে তিনি মন দান করেছিলেন তাইতে আচার্য্য—

শা। —নির্ব্বাসিত করলেন। আর যুবকটী তার অমার্জ্জনীয় অপরাধ ক্ষমা করেননি নিশ্চয়ই ?

পু। (শান্তিকার অহেতুক কৌতূহলে বিস্মিত হলো এবার) না, যুবকটী তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, শ্যামলজীর উৎসর্গ সখীর তো আর বিবাহ করতে নেই, তাই যুবকটীকেও ফিরে যেতে হয়েছে তার আপন স্থানে।

শা। তাই না কি ? ফিরে গেছে সে বেশ হয়েছে। তুমিই বুঝি এখন প্রধানা—

পু। না, বাসবমিত্রা। তিনি অসুস্থ ; আপনি তার সঙ্গে দেখা করবেন ?

শা। চল।

(কিছুদূরে মালতী গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল উদাস নয়নে। সেখানে গিয়ে শান্তিকা বললে—)

আশ্রমের বিঘ্ন উপস্থিত সেবিকা ! কি ভাবছ তুমি বন্ধু ?

বাসবমিত্রা। (সম্বোধনে বাসবমিত্রা চমকে উঠে নিষ্পলকে চেয়ে) কে ?

শা। চিনতে পারছ না প্রিয়সখী ? আমি শান্তিকা।

বা। কে ?

শা। (গ্রীবা একটু হেলিয়ে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে দাঁড়াল) রাজপুত্র-বধূ আমি শান্তিকা—জয়ন্তর পরিণীতা স্ত্রী !

বা। (সচমকে) রাজপুত্রবধূ ! জয়ন্ত—জয়ন্তর স্ত্রীও আছে ?

শা। আছে, জয়ন্তর স্ত্রীও আছে বাসবী, আর আমিই সেই।

বা। আশ্চর্য্য ! এত রূপ তোমার তুমিও তাকে জয় করতে পারোনি। আশ্রম বালিকা আমি তাকে পাবো ! কোন আকর্ষণ আছে আমার ! অসম্ভব—সে হয় না !

শা। বাসবী রূপই কি পুরুষের মন জয় করবার শ্রেষ্ঠ উপায় ? আমাদের মন কি কিছুই নয় ? আমি, তাকে দেখেছি সে মাধবীর রূপে ভোলেনি, ভুলেছে মাধবীর মনের রূপে ! মাধবীর মত মেয়ের গুণে ভুলে জয়ন্তর কোন অপরাধ হয়নি, আমার মন বলছে। যাক বাসবী জয়ন্তর ভালবাসা। আমরা কেউই পাবো না।

(বাসবমিত্রা চুপ করে বসে থাকে)

দুর্ভাগিনী নারী ওঠ জয়ী হও ! অদৃষ্টকে নিয়ে করো খেলা।

এতে নেই অবসাদ—নেই সুখ! আছে শুধু শান্তি! আর্ত্তের সেবা কর নারী!

(মাধবমিত্রা লুটিয়ে পড়ছিল মাটীতে, তাড়াতাড়ি শান্তিকা ধরে ফেললে। শান্তির বুকে মুখ লুকিয়ে ও বললে)

বা। সত্যি বলেছ সখী মনই আসল জিনিস। আমার হীন মন—আমিই তাদের তাড়িয়েছি—আমি এখন কি করব?

শা। অনুতাপ কর—সেবাই তোমার ধর্ম্ম হোক।

দশম দৃশ্য

(গ্রামপ্রান্তে নদী বয়ে যাচ্ছে। তালে তালে ঢেউ যেন কোন অজানা বেদনায় কেঁদে কেঁদে গান গেয়ে সাগরের উদ্দেশে চলেছে; তীরে বসে মাধবমিত্রা শূন্য উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নদীর অপর পারে, পাশে আঁচল লুটিয়ে আছে)

(জয়ন্ত উদ্‌ভ্রান্তের মত এসে দাঁড়াল)

জয়ন্ত। নেই, সে আশ্রমে নেই! বাসবমিত্রা বললে সে গেছে প্রায়শ্চিত্ত করতে; কোথা গেল সে? তপোবনের বাইরে ওতো যায়নি কখনও—কেমন করে জানবে তার বাইরে মানুষের ব্যবহার? হয় তো দুষ্টের হাতে পড়েছে—ওঃ ভগবান তা যেন সত্য হয় না।

মাধবী এসো দেখা দাও। কোথা লুকাবে তুমি? পৃথিবীর শেষ প্রান্তেও আমি তোমায় খুঁজে নেব। ঐ না কে বসে আছে? ওকে জিজ্ঞেস করি—ওগো শোন এ পথ দিয়ে যেতে দেখেছ একটী মেয়েকে?

(আহ্বানে ফিরে দেখে মাধবমিত্রাব পাংশু হয়ে গেল সাবামুখ। জয়ন্তর মুখে ফুটে উঠল একরাশ আনন্দ)

জ। (মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে) মাধবী!

(মাধবমিত্রা নিরুত্তর। ও যেন প্রাণপণে নিজেকে সংযত করছে)

কথা কও মাধবী। তোমায় যে ভালবাসি। আর তুমিও আমায় ভালবাস। তাই দেখ আবার দেখা হলো তোমাতে আমাতে। ফিরে চল মাধবী আমার কাছে। বুকে করে তোমায় রাখবো। তোমার জন্য আমি সব ছেড়েছি—চল মাধবী।

মাধবমিত্রা। তা হয় না জয়ন্ত।

জ। কেন—কেন হয় না?

মা। হয় না। আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাস, কিন্তু আমার প্রেম তো পবিত্র নয়। আগে ভালবাসতেম শ্যামলজীকে, এখন ভালবাসি তোমায়, কে বলতে পারে দুদিন পরে আর একজনকে ভালবাসব কিনা? আমি যে দ্বিচারিণী!

জ। না, না, ও অসম্ভব মিথ্যা কথা বোল না মাধবী। শ্যামলজীকে যে তুমি স্বামী ভেবেছিল সে সেতো বাধ্য হয়ে। শ্যামলজীকে ভালবেসে তোমার প্রেম পূর্ণ হয় নি তাই অন্তর চাইল আমায়—এতে কোন দোষ নেই, অপরাধ নেই। উঠে এসো মিত্রা!

মা। অপরাধ হয়েছে জয়ন্ত! আমার অন্তর বলছে। তাইতো ছুটে চলেছি তাঁর কাছে শাস্তি নিতে—যে শাস্তি হোক দিন তিনি।

(কথা বলতে বলতে সে জলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে।).

জ। তাঁর ইচ্ছাতে আজ আমরা এসে দাঁড়িয়েছি এক জায়গায়। তাঁর ইচ্ছা আমাদের মিলন—ওকি মাধবী ওকি ?

(আর্ত্তকণ্ঠে জয়ন্ত চীৎকার করে উঠল, পায়ের তলার
বালি খসে মাধবমিত্রা পড়ে গেল নদীতে,
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠ থেকে
এই বাণী ফুটে উঠল)

মা। মিলন—না, না, না।

(তারপরেই মিলিয়ে গেল সে শব্দ জলের তলায়।
এক মুহূর্ত্ত পরে বিস্ময় বিমূঢ় জয়ন্তও জলে
ঝাঁপ দিল। গোটা কতক বুদ্বুদ
উঠে মিলিয়ে গেল
নদীতে)

একাদশ দৃশ্য

(তপোবনের ঘাটে প্রত্যুষে শঙ্করদেব স্নান করতে
এসেছেন। ধীরে ধীরে সূর্য্যস্তব করতে
করতে শেষ সোপানে নেমে
চমকে উঠ্‌লেন)

শঙ্করদেব। শ্যামলজী একি? এ মৃতদেহ দুটী কোথা থেকে এলো? গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ নরনারী দুটি কে? প্রিয় মিত্র দেবমিত্র।

(প্রিয়মিত্র দেবমিত্রর প্রবেশ)

দেখ তো এরা কারা? তারা যেন না হয় শ্যামলজী?

(ওরা মৃতদেহ দুটী ঘাটের ওপর তুলে আনলো)

একি মা মাধবী!

(শঙ্করদেব মাধবীর মৃতদেহকে কোলে নিয়ে)

তোকে শাস্তি দিয়েছি বলে আমায় এমন শাস্তি দিয়ে যেতে হয় মা! ও কে জয়ন্ত! আমি ওর মরামুখও দেখতে চাই না। মাধবী!

দেবমিত্র। আশ্রমে সংবাদ দাও প্রিয়ামিত্র!

(প্রিয়মিত্রর প্রস্থান ও শাস্তিকা বাসবমিত্রা
অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীরা এলো)

শাস্তিকা। (শঙ্করদেবের পাশে গিয়ে) বাবা!

শ। কে মা মাধবী?

শা। না শাস্তিকা।

শ। শান্তিকা! ঐ দেখ জয়ন্তও ফিরে এসেছে তোর কাছে।

শা। না, আমার কাছে নয় বাবা, আপনার কাছে। আপনার ভুল ভেঙ্গে দিতে।

শ। আমার ভুল?

শা। হাঁ, এদের যে প্রেম গড়ে উঠেছিল সে শ্যামলজীর ইচ্ছায়, আজ যদি আপনি বাধা না দিতেন এদের এ দশা ঘট্‌তো না।

শ। তবে এদের মৃত্যুর জন্য দায়ী আমি?

শা। না, দায়ী কেউ নয়, দায়ী সমাজ! আট বছর বয়সে যদি আমার বিয়ে না দিত সমাজ—আজ কি তা হলে অকাল বৈধব্যর যন্ত্রণা আমায় সহ্য করতে হতো? স্বামী তাঁর আমায় পছন্দ হলো না, স্বামীপরিত্যক্তা হয়ে থাকতে হতো! দায়ী কেউ নয় বাবা!

শ। এরা তবে অপরাধী নয় না? কিন্তু মা তোর চোখে তো জল নেই?

শা। কল্পনায় এত কেঁদেছি বাবা বাস্তবে তাই বুঝি জল আসছে না। যাক্ বাবা, আসুন আমরা দুই পবিত্র আত্মার কল্যাণ কামনা করে সৎকারের ব্যবস্থা করি।

(জয়ন্ত মাধবমিত্রাকে ঘিরে সকলে জানু মুড়ে করজোড়ে বসল অশ্রুপূর্ণচোখে শঙ্করদেব দুটী হাত মিলিয়ে)

শ। মৃত্যুর পারে যদি কোন দেশ থাকে সেখানে হোক তোমাদের মিলন, অবিচ্ছিন্ন হোক আত্মা, তৃপ্ত হোক তৃষা,

বিধাতার আশীর্ব্বাদ ঝড়ে পড়ুক শিয়রে। এই প্রার্থনা করছি।

(প্রার্থনা শেষে শঙ্করদেব নীরবে চেয়ে রইলেন তাদের পানে।
তেমনই ভাবে সকলে বসে। ধীরে ধীরে অন্ধকার
ঘনিয়ে আসে, আর ওদের দেখা যায় না)

যবনিকা পতন